মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫**	**০৬**	**০৭**	**০৮**
০১।	৫০টি	৫১টি	২৭টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২৭)	১২টি (ক্রমিক নং-২৮ হতে ৩৯)	৪টি (ক্রমিক নং- ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৮)	৮টি (ক্রমিক নং- ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৫০টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৫১টি

এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ মে ২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের ক্রমিক নং ৫২-৬০ এ উল্লেখ রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

তারিখঃ অক্টোবর ২০১৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (সমাপ্ত প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	০৩/০৫/২০০৯				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি "নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক ব্লক প্রকল্পের আওতায় ৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৯৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্পটি জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২।	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ০৩ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
৩।	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২ কিঃমিঃ ৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। *এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ" প্রকল্পের আওতায় ১৫০ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, ৯ কিঃমিঃ ২৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে।*
৪।	''জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা'' (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** উল্লেখ্য যে, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলা শহরকে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ (বাঁধের দৈর্ঘ্য) সহ ৫ কিঃমিঃ ৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ১৬টি রেগুলেটর/স্লুইচ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।
		৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ৪৮৯.৪৯	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে।	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** "যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে রক্ষাকল্পে ৪৮৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।
৫।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/২০১০)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা অস্থায়ীভাবে জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের জন্য ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে রাজস্ব খাত হতে ৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১১৩ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসণের জন্য ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনডি এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কার্যক্রম ২০১৫ সালের মধ্যে ঢাকা ওয়াসা-র নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। **বিগত ২১/০৯/২০১৭ তারিখে বাপাউবো এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে Delegated Method এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।**
		৩০/০৬/২০২০	৫৫৮.০০ কোটি			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.৪৮%** পরবর্তিতে ২১/০১/২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিএনডি প্রকল্প হস্তান্তরের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনডি সেচ প্রকল্পের ঢাকা জেলাধীন অংশের দায়িত্ব ঢাকা (দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন অংশের দায়িত্ব নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়েও কোনরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় গত ২২/০২/২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩য় দফায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থায়ীভাবে ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে আলোকে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে Drainage improvement of Dhaka, Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-2) শীর্ষক প্রকল্পের ৫৫৮ কোটি টাকার ডিপিপি গত ০৯/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে।
৬।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	৩০/০৬/২০১৩	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৭৪			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবো'র বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছাসে ভেঙ্গে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরি কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য Climate Change Trust Fund এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প প্রস্তাব ২২/০১/২০১৩ তারিখে পাওয়া যায়। উক্ত কাজের অগ্রগতি ৮৫%। তবে ২১/০৫/২০১৬ তারিখে ঘুর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে বাস্তবায়িত কাজের প্রায় ৩০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ২য় পযায়ে "চট্টগ্রাম জেলায় সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজ" শীর্ষক প্রকল্পের ১৯৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ০৮/০৫/২০১৬ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রজ্ঞাপনের আলোকে ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে গত ০৮/০৯/২০১৬ তারিখে ২১৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকার ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৬/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৭০৪.৩৫ লক্ষ টাকার ডিপিপি ২৯/০৫/২০১৭ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। **গত ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।**
৭।	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৫১			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ১ কিঃমিঃ ২৬৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। কাজটি সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন করতে আরোও ৪ কিঃমিঃ ৭৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন মর্মে মাঠ পর্যায় হতে জানা গেছে। যার জন্য অতিরিক্ত ৭১ কোটি ২৪ লাখ টাকা প্রয়োজন হবে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে যা দ্বারা ৫৮০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						অবশিষ্ট কাজ সীমান্ত নদী প্রকল্পের Joint River Commission তালিকার ক্রমিক নং-৪২/২০১৫-১৬, ৪৩/২০১৫-১৬, ৬৬/২০১৫-১৬, ১৫/২০১৬-১৭ এবং ৩১/২০১৬-১৭ ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উল্লেখিত ডিপিপি'র আওতায় প্রতিশ্রুতিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ০৯/০৯/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পাসম হতে গত ০৭/১২/২০১৫ তারিখে সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের ৪৩৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। *পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে ৫১২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি গত ১৬/০১/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। ০৭/০২/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৩/০৪/২০১৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৭/০৫/২০১৭ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।* ***গত ১২/০৭/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।***
৮।	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৯।	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
১০।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৪				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পযর্ন্ত ২০ কিলোমিটার ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিলোমিটারসহ মোট ২২ কিলোমিটার যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজও সম্পন্ন হয়েছে। ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ড্রেজড স্পয়েল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।
১১।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১২/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপির আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বর্ণিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ জুন/২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।
১৩।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৮				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য ''খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প'' শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন/২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৫.৫০%** আলোচ্য কাজটি টেকসই করার লক্ষ্যে বর্ণিত বিলসমূহের জলাবদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিরসনের লক্ষ্যে "খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শিরোনামে ২৮১৯০.১৬ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি গত ২৯/১০/২০১৩ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১৩ইং হতে জুন/২০১৮ইং। প্রকল্পের আওতায় ২৯ কিঃমিঃ ১৫০ মিটার চিত্রা নদী পুনঃখনন, ৭৮০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ২টি খাল পুনঃখনন, ১টি ড্রেনেজ স্লুইস মেরামত এবং মসুনদিয়া ও কোদলা বিলে টিআরএম অপারেশনের জন্য পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আঠারবাকী নদী পুনঃখনন, স্লুইস নির্মাণ, নিষ্কাশন, খাল পুনঃখনন ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
১৪।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/২০১১)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে ''চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ'' প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন, ২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৫।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার	২৮/০২/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ'' প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া যায়।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/২০১০)					ফলশ্রুতিতে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৬।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৪				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার ''চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ (বাস্তবায়নকাল জুন/২০১২ হতে জুন/২০১৪; প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৯ কোটি টাকা)'' শীর্ষক প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৯/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৮/১০/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু বিষয়ক কারিগরি কমিটির সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপিত হলে Feasibility Study ও EIA প্রতিবেদনসহ পুনরায় দাখিলের সিদ্ধান্তু হয়। তদানুযায়ী প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৮/১১/২০১২ তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক শুধুমাত্র বেড়ীবাঁধ নির্মাণের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পের ভৌত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৭।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৪/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৮।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৯।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১১				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** নির্দেশিত এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলি ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
২০।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পূনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২১।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২২।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযর্ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/২০১০	-				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি - সমাপ্ত হিসাবে ধার্য** তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মান প্রকল্পটিতে ২০১১-১২ ইং

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।					অর্থবছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২টি প্যাকেজে সর্বমোট (২৪.৩২ + ১৩.৬৩) = ৩৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটির "গৌরীপুর-হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মানের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে দুইটি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। যথাসময়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করে। কিন্তু বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনরূপ জমি হুকুম দখল ছিলনা। ঠিকাদার কর্তৃক কিছু পরিমান কাজ করার পর এলাকার জমির মালিক ও স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা প্রদান করে। জনসাধারনের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের প্রচন্ড মারামারি হয়। হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলার রীট পিটিশন নং-৭৪১২/২০১২। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রীট পিটিশন মামলাটির এখনও কোনরূপ নিষ্পত্তি হয় নাই। জমি হুকুম দখল করে পুনরায় কাজটি করা যায় কিনা অথবা কাজটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য একটি কারিগরি টিম গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখে সাইট পরিদর্শন করেন এবং যথানিয়মে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। প্রকল্প এলাকার গ্রস এরিয়া ১২০০ হেক্টর (প্রায়)। প্রকল্প এলাকাটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গোমতী নদী, পূর্বে গৌরীপুর-হোমনা সড়ক এবং উত্তরে লোয়ার তিতাস নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রস্তাবিত প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় লোয়ার তিতাস নদীর তীরে কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১২০০ হেক্টরের প্রকল্প এলাকা রক্ষার জন্য একদিকে অর্থাৎ শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীর বরাবর বাঁধ দেয়া হলে প্লাবনের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে লোয়ার তিতাস নদীর তীরেও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং কিছু পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর সংস্থান রাখারও প্রয়োজন হবে। উক্ত প্রকল্প এলাকাকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে ছোট খাটো পোল্ডার বিবেচনায় অধিকতর সমীক্ষার মাধ্যমে নতুন করে প্রকল্প প্রস্তাবনা করতে হবে। বর্তমান বিদ্যামান প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হলে ইহা প্রকল্পের সুফল বহন করতে সমর্থ হবে না। অতএব, কারিগরি/হাইড্রোলজিক্যাল দিক বিবেচনায় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিলোমিটার বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হলে কোন প্রকার ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারবে না বলে প্রতিয়মান।
২৩।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি - সমাপ্ত** কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য ''কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন'' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৫ পযর্ন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পাসম এর মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; যা ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ৭৯ কিঃমিঃ ৬৩০ মিটার খালের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪১ কিঃমিঃ ৫০০ মিটার খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৮ কিঃমিঃ ১৩০ মিটার খাল খননের কাজ লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এরমধ্যে ৩৩ কিঃমিঃ ৫০০ মিঃমিঃ খনন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবতার নিরীখে অবশিষ্ট ৪ কিঃমিঃ ৬০০ মিটার অংশ খনন করা সম্ভব নয়। প্রকল্পটির ভৌত কাজ সমাপ্ত। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এর প্রকিউরম্যান্ট প্ল্যান অনুযায়ী গত ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ-বছরে ৬টি প্যাকেজে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ২২টি খালের ৪১ কিঃমিঃ ৫০৩ মিটার দৈর্ঘ্যে খাল পুনঃখনন কাজ সমাপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ-বছরে ১৪টি খালের ২১ কিঃমিঃ ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কোন খাল এবং খালের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে হুকুম দখলকৃত ভূমি না থাকায় এবং অনেক খালের শেষ প্রান্তে আবাদি জমি থাকায় স্থানীয় মারমুখী জনগণের প্রচন্ড বাঁধার কারণে ২১

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						কিঃমিঃ ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৬ কিঃমিঃ ৪৮৫ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারীর কারণে ৪টি খালের ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ করা সম্ভব হয় নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষয়োক্ত তথ্যে প্রদত্ত প্রকল্পটির অবশিষ্ট ৪ কিঃমিঃ ৬০০ মিটার এর স্থলে বাস্তবে ৪টি খালে ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের অনেকাংশ ভরাট হয়ে ফসলি জমির আকার ধারণ করেছে। ঐ সমস্ত স্থলে বর্তমানে জনগণ ফসল আবাদ করছে। এছাড়াও উক্ত অংশের খালের উজানে ভাল ঢাল রয়েছে, ফলে কোন প্রকার জলাবদ্ধতা হয় না। যেহেতু প্রকল্পটি একটি নিষ্কাশন প্রকল্প সেহেতু অনায়াশে নিষ্কাশন চলছে বিধায় প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার পুনঃখনন না করা হলে প্রকল্পে নিষ্কাশনে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।
২৪।	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৬				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ শিরোনামে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়-১৯.৬০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- ডিসেম্বর/২০১২ হতে জুন/২০১৬) ২৪/১০/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২৫।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ২২৬.০৫			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৬.০৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) প্রকল্পের আওতায় ৭.৫৮৫ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২৬।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ৭৩.৮৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪ হতে জুন/২০১৭) "ভৈরব নদী পুনর্খনন" প্রকল্পের ডিপিপি ১১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৪-২০১৪ তারিখের স্মারক মোতাবেক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার ভৈরব নদী পুনঃখনন কাজ ৭০৬৫.৫১ লক্ষ টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে নিয়োগের প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে গত ১১/০১/২০১৫ তারিখে অনুমোদন করা হয়। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে ২২/০১/২০১৫ তারিখে (NOA) প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী ২৯.০০ কিঃমিঃ (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনমিটার মাটি) নদী খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২৭।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০)	৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ২৮৬.১১			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি মূল্য ২৬১৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা প্রকল্পের গ্রস এরিয়া ১০২০০০ হেক্টর এবং উপকৃত এলকা ৭৫০০০ হেক্টর । প্রকল্পের আওতায় ৮৫ কিঃমিঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন সহ শাখা খাল এবং টিআরএম অংশের কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান আছে। ২০১১-২০১২ সালেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। গত ২৩/০৪/২০১৫ তারিখে "কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধাতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)" সংশোধিত ডিপিপি (১ম) অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ২৮৬১১.৫০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত। নদ পুনঃখনন ৮৫.০০ কিঃমিঃ এবং সংযোগ খাল পুনঃখনন ৮৪.০০ কিঃমিঃ সহ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল ভৌত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

<u>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)</u>

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৮।	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/২০১১)	**৩০/০৬/২০১৭**	এডিপিভুক্ত ২৭৪.১৮			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭.৯৪%** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় গত ২৩/০৪/২০১১ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফর কালে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলে প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই বাছাই এর পর গত ১৬/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় "পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৬৫ কোটি ৫১ লাখ ১৪ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১২ ইং হতে জুন, ২০১৫ইং মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫ কোটি ৫১ লাখ ১৪ হাজার টাকা অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ব্লক ডাম্পিং বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস করে ড্রেজিং খাতে ৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ রেখে প্রকল্প পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং ১৯/১২/২০১২ তারিখে একনেকের সিদ্ধান্ত অনুসারে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং Oblique Flow এর কারণে ডিজাইন সংশোধিত হয়। সংশোধিত ডিজাইন ও পরিবর্তিত Schedule of Rates অনুসারে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। বিগত ২১/১০/২০১৪ তারিখে মোট ২৭৪ কোটি ১৮ লাখ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ৬ কিঃমিঃ ২২০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের উজানে ৯০০ মিটার ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি প্রয়োজন। **সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**
			সবুজপাতাভুক্ত ক্রমিক ১৬০			''চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং'' শীর্ষক প্রকল্পের উপর বিগত ১৫-০৯-২০১৩ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রি-একনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈঠকে প্রস্তাবিত ১ টি রাবার ড্যাম নির্মানসহ ৩০.০০ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন সহ সেচের আওতাভূক্ত জমির পরিমান, পানির প্রাপ্যতা এবং রিজার্ভারে পানির স্থায়িত্বকাল ও ধারন ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা করে প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়ণ করতঃ প্রকল্প প্রস্তাব পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্তে পরামর্শক দল হিসাবে IWM কে বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ফাইনাল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। যার আলোকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম (প্রাক্কলিত মূল্য ১৭৭.৭৫ কোটি) প্রকল্পের ডিপিপি ০২/০৬/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০২/০৮/২০১৬ তারিখে পাসমতে প্রাক যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০/০৯/২০১৬ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৮৭৩১.৬৩ লক্ষ টাকার ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন। উক্ত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি গত ১৩/১১/২০১৬ তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়েছে। পাসম হতে গত ২৮/১১/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৫/০২/২০১৭ তারিখে এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তক্রমে রাবার ড্যাম নির্মাণের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার নিমিত্তে কারিগরি কমিটি ১৪/০৩/২০১৭ তারিখে গঠন করা হয়েছে। ৩১/০৫/২০১৭ তারিখে কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। **গত ০৭/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫৫.৯৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিল করা হয়। গত ২০/০৯/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন পূর্বক পুনরায় দাখিল করা হয়েছে।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৯।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০২০ (সংশোধিত অনুমোদিত)	এডিপিভুক্ত ১১২৫.৫৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ২৭.৫১%** শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং কাজ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। ড্রেজিং সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদানের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে পত্র দেয়া হয়েছে কিন্তু বিআইডব্লিউটিএ থেকে অদ্যাবধি কোন তথ্যা পাওয়া যায়নি। "বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে আওতায় নতুন ধলেশ্বরী, পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদী খননের সংস্থান রয়েছে। শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী খনন কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক বাপাউবো'র আওতাধীন। প্রকল্পের ১১২৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত ডিপিপি গত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩০।	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৭ (জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ২য় আরডিপিপি প্রস্তাবিত)	এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৬.২২% (প্রকল্পের)** প্রতিশ্রুত সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত নদীটি কংস নদী নয়, প্রকৃতপক্ষে বর্ণিত দৈর্ঘাংশের নদীটি টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর পর্যন্ত পাটনাইগাং, সুলেমানপুর হতে লালপুর পর্যন্ত পুরাতন আপার বলাই এবং লালপুর হতে গাগলাজুরী পর্যন্ত সুরমা-বলাই নদী নামে পরিচিত। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০.০০ কিঃমিঃ অর্থাৎ উক্ত দৈর্ঘাংশের নদীর নাম পাটনাইগাং, পুরাতন বলাই ও নিউ সুরমা বলাই নদী। আলোচ্য দৈর্ঘাংশের মধ্যে ১৬.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের পুরাতন বলাই নদীর ড্রেজিং এর জন্য হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন চলতি প্রকল্পভূক্ত রয়েছে, যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর হতে ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট দৈর্ঘাংশের খননের নিমিত্ত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ২য় আরডিপিপিতে আলোচ্য কাজটির সংস্থান রাখা হয়েছে। কংস নদীটি গাংলাজোর হতে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোণা জেলা সদর পর্যন্ত ভিন্ন নদী। যা BIWTA কর্তৃক বর্তমানে ড্রেজিং করা হচ্ছে।
৩১।	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৭ (জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ২য় আরডিপিপি প্রস্তাবিত)	এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৬.২২% (প্রকল্পের)** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় যাদুকাটা নদীর আনোয়ারপুর হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর পর্যন্ত অংশটি ''আপার বৌলাই নদী'' হিসেবে খননের জন্য নকশা অনুমোদিত হয়েছে। নকশা অনুসারে মোট ১৬.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ড্রেজিং এর দরপত্র আহবান করে মূল্যায়ন চলছে। শীঘ্রই কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক বাস্তব কাজ শুরু করা হবে।
৩২।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৭ (জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ২য় আরডিপিপি প্রস্তাবিত)	*এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৬.২২% (প্রকল্পের)** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় যাদুকাটা হতে রক্তি নদী আপার বৌলাই নদীর ১৬.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিংয়ের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তৎমধ্যে যাদুকাটা অংশে ৬.১২৫ কিঃমিঃ এবং রক্তি অংশে ৬.০০ কিঃমিঃ আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে। সংস্থানকৃত ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩৩।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৯ (প্রস্তাবিত)	এডিপিভুক্ত ৬৩৩.৭২			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৯.০০%** ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ০৮/০৫/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৩৩৭২.১৪ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় ৮৫০০.৯৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৭.২০%। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য প্রকল্পটি ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রাপ্ত। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্পটির ২য়

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা'' প্রকল্পে প্রধান অঙ্গ নদী খনন কাজে বর্তমান পর্যায়ে কোন Excavator ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র ড্রেজারের মাধ্যমে নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ২য় প্রধান অঙ্গ Village Platform এর Village dyke/Ring Badh নির্মাণে Excavator ব্যবহার করা হচ্ছে।
৩৪।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	৩০/০৬/২০২০	এডিপিভুক্ত ১৫৫.৮৮			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬.০০%** "তিতাস নদী পুনঃখনন" প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা) ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮.০৫.২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ ডিসেম্বর/২০১৩ এ সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত DPP গত ৩১/০৮/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। **বিগত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে ECNEC সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৫.৮৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল- সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত।** প্রকল্পটির আওতায় তিতাস নদী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান "ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লিঃ" এর অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০৩৮.০১৮. ০২. ০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	৩০/০৬/২০২০	এডিপিভুক্ত ২৮২.৮৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১.০০%** ''বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প'' শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্পটি পুনঃপ্রস্তাবের নিমিত্তে ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৩ তে final report পাওয়া গিয়াছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পূনর্গঠিত ডিপিপি ০২/১১/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ে গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৩/০২/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০/০৮/২০১৫ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে গত ১১/১০/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল হয়েছে। ২৮২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ০৫/০১/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির ৩৫টি প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিঃ (বিডিপিএল)" এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে **ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় প্রস্তাবনা CCEA অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**
৩৬।	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)	৩০/০৬/২০২১	এডিপিভুক্ত নয় ৩০৬.৮৭ (অনুমোদনের তারিখঃ ১৬/০৮/২০১৬)			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.৫১%** অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় "Detail Feasebility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin" শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে "Drainage improvement and sustainable water management of

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						Bhariab river Basin" (৩৪৯.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত) শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৫.০২.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক খনন কার্যক্রম ম্যানুয়াল এর পরিবর্তে এক্সকাভেটরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য মাঠ দপ্তরে ডিপিপি পুনঃদাখিলের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ দপ্তর হতে ৩০৬.৮৭ কোটি টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৭/০৮/২০১৫ তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়। গত ০১/১১/২০১৫ তারিখে যাচাই সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২৮/১২/২০১৫ তারিখে বোর্ডে দাখিল হয়েছে। ১১/০১/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ২৭/০৩/২০১৬ তারিখে Apprisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে PEC সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন পুর্বক ১৩/০৬/২০১৬ তারিখে (২৭২.৮১ কোটি) পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রকল্পটি গত ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।**
৩৭।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভূক্ত নয় ২০৩.৯৩ কোটি টাকা (অনুমোদন ২২-১১-২০১৬)			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.০৪%** ''কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর ড্রেজিং'' শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ **১২৬.৭০** কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ০৫/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও ড্রেজিং (১ম পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৯/১২/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে এবং ১৫/০১/২০১৫ তারিখে এর যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ১১/০১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মেয়াদকাল পরিবর্তন, ওয়ারপো'র ছাড়পত্র, স্টেয়ারিং কমিটির ফরমুলেশন ও পরিবেশের ছাড়পত্র গ্রহণ করে ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেকের সিদ্ধান্ত অনুসরণে ৫০% ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত করে ২০৩.৯৩ কোটি টাকার ডিপিপি'র উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তে আলোকে গত ২৫/০৯/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রকল্পটি গত ২২/১১/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।**
৩৮।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৬৫			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.১০%** ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গনরোধ প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯.৭৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ পযর্ন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিসে প্রেরণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় এ মুহূর্তে প্রকল্প অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু রেজিলিয়েন্স ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। ভোলা জেলার ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকল্পে তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ১৩৩.৭০ কোটি টাকার ডিপিপিটি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						পুনর্গঠন পূর্বক ১৩/০৫/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ডিপিপির উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের চাহিত তথ্যের আলোকে বাপাউবো'র জবাব ২৭/১০/২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১/০১/২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে হালনাগাদ ব্যয় প্রাক্কলন অন্তর্ভূক্ত করে কারিগরি রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কারিগরি কমিটির রিপোর্ট হালনাগাদ করে ১৩/০৬/২০১৬ তারিখে ২৪২.৭৭ কোটি টাকা ডিপিপি পাসমতে দাখিল করা হয়েছে। ২৭/০৯/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২৮০.৬৯ কোটি টাকার ডিপিপি গত ১৪/১১/২০১৬ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করে ২৮০৬৮.৯৩ লক্ষ টাকার ডিপিপি গত ২১/১১/২০১৬ তারিখে বোর্ড হতে পাসমতে প্রেরণ করা হয়। **০৩/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।**
৩৯।	''যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা'' (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)		সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৪৭			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.০০%** "যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা'' (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪ কোটি ১৬ লাখ টাকা, বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ডিসেম্বর/২০১২ তে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূঞাপুরকে রক্ষার জন্য তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ কাজের অতিঝুকিপূর্ণ অংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে "টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের ১১৭.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে ০২/০৩/২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ১৩.০৫.২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করে ১৬/০৯/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪/১০/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত পাপ্তির আলোকে ০৫/১১/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৫/১১/২০১৫ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ১৮/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত Apprisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে ৫০% ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত করে ২২০ কোটি টাকার ডিপিপি পাসমতে দাখিল করা হয়েছে। ২৬/১২/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ড্রেজিং কাজের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমান নির্ধারণের জন্য কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৯/০৪/২০১৭ তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০.৫৬ কোটি টাকার ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। **গত ০১/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০।	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)					সন্দ্বীপ-উড়িরচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ৪টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িরচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, ৪) সন্দ্বীপ-উড়িরচর। এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ক্রমিক ৩৬ এ উল্লেখ রয়েছে। **উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম প্রকল্পটি বাস্তাবায়িত হলে এলাকায় মরফোলজিক্যাল অবস্থার আমুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এই ক্রসড্যামটি বাস্তবায়নের পর নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে স্টাডি প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হবে।** **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সন্দীপ-উড়িরচর প্রকল্পের প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে বাস্তবায়ন পরবর্তী মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের আলোকে সমীক্ষা সম্পন্ন করে আলোচ্য প্রকল্পের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।**
৪১।	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-				ক্রমিক নং-৪০ এর বর্ণনামতে ৪টি ক্রসড্যামের মধ্যে ১ম পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম (এ্যাপ্রোচ রোডসহ) নির্মাণের ৬৮৩ কোটি ১৭ লাখ টাকার ব্যয় প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট দাখিল করা হয়। বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের অনুকূলে যে সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেন। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে "১ম পর্যায়ে উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর উহার Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"। সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পুনরায় উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উক্ত ক্রসড্যামটি বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী এ লাকার মরফোলজিক্যাল আমূল পরিবর্তন হবে বলে অনুভূত হয়। বিগত সময়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী (SUN) ক্রসড্যাম নির্মাণের জন্য যে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে তাতে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি। কাজেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটি সন্দ্বীপ এলাকায় ক্রসড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে Mathematical Modeling Institute এর সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ ষ্টাডি করা প্রয়োজন বলে মনে করে। উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম প্রকল্পটি বাস্তাবায়িত হলে এলাকায় মরফোলজিক্যাল অবস্থার আমুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এই ক্রসড্যামটি বাস্তবায়নের পর নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে স্টাডি প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হবে। **উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম শীর্ষক প্রকল্পে** ৬৯৫ কোটি ৮৫ লাখ টাকার ডিপিপির উপর গত ৩০/০৮/২০১৬ তারিখে বোর্ডে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বোর্ডের কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে ৬৭৩ কোটি ২২ লাখ ৩৭ হাজার টাকার ডিপিপি গত ১৬/১০/২০১৬ তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়েছে। গত ০১/১২/২০১৬ তারিখে পাসমতে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৭৮৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি পুনর্গঠন পূর্বক মাঠ দপ্তর হতে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে- যা ১৯/০২/২০১৭ তারিখে বোর্ডের কারিগরি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ৭৮৪ .৩০ কোটি টাকার ডিপিপি ২৭/০৪/২০১৭ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। **আউটসোর্সি এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনে প্রক্রিয়াধীন।**
৪২।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-				"কক্সবাজার শহর রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটির উপর বিগত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সভাপতিত্বে ৫টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বিগত ২৩/১১/২০১৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত নভেম্বর মাসের উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধিসহ সকল বিভাগের প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে ''কক্সবাজার শহর রক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পটি জেলার পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে গত ২২/০১/২০১৬ তারিখে (স্মারক নং-১৯৪৩ চীফ প্ল্যানিং) বাপাউবো হতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। **গত ২৪/১১/২০১৬ তারিখে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে হোটেল সৈবালের সম্মেলন কক্ষে সী-বিচ কমিটির ৯৩তম সভায় মেরিন ড্রাইভ রাস্তার বেইলী হেচারী হতে কক্সবাজার বিমানবন্দর হয়ে নুনীয়ার ছড়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষাকাজ সহ বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিগত ২৬/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত এলাকায় সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং অন্যান্য সংস্থায় সহিত আলোচনা করে প্রকল্পটির বাঁধ নির্মাণ Reclaimed Land এর উপর বাস্তবায়ন অন্তর্ভূক্ত করতঃ ডিপিপি প্রস্তুতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এলক্ষ্যে "কক্সবাজার শহর রক্ষা বাঁধ" প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতায় পর্যটন বান্ধব নকশা তথা প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে কারিগরি কমিটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।** **বিগত ১২/০১/২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে "কক্সবাজার শহর রক্ষা" প্রকল্পের উপর সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে** **আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তথা পূর্ত মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টতায় ভাঙ্গনের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/বিভাগ প্রকল্পের সমন্বিত ডিপিপি প্রণয়ন করে কক্সবাজার উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করবে।** **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে লিড এজেন্সীর সিদ্ধান্ত পেলে বাপাউবো পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।**
৪৩।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন (পুরাতন)। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh'' শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়। বিগত ২৮/০৬/২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের নির্দেশনার আলোকে গঠিত Pannel of Experts এর মতামতের ভিত্তিতে Consultant কর্তৃক সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয় এবং তা Technical কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর সর্বমোট ২৮৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৮৬৮ কোটি ৬৬ লাখ টাকা প্রয়োজন। **বাপাউবো'র পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ খননের কারিগরি স্টাডি করার নিমিত্তে** Terms of Reference (TOR) **প্রস্তুত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার নিমিত্তে প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত ছকে ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।** **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। IWM **এর সমীক্ষার আলোকে** BIWTA ব্রহ্মপুত্র নদ খননের একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করেছে।যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Sustainable River Management সহ ড্রেজিং **কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য** BIWTA হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল এর মাধ্যমে সংগ্রহ পূর্বক আগষ্ট মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে। মাননীয় প্রধানমেন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটির বিষয়ে সম্প্রতি একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং বাপাউবো'র মহাপরিচালক মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। কাজেই বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে তাঁরা অবগত আছেন। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প তালিকা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।
৪৪।	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়। বিগত ২৮/০৬/২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের নির্দেশনার আলোকে গঠিত Pannel of Experts এর মতামতের ভিত্তিতে Consultant কর্তৃক সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয় এবং তা Technical কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে তিতাস নদীর সর্বমোট ৫৭ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪৭ কিঃমিঃ ৮০ মিটার ড্রেজিং বাবদ ১১৫২ কোটি ৯১ লাখ টাকা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে উহার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বিগত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে তিতাস নদী খননের জন্য ১১৯ কোটি টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পের ডিপিপি ফেরত দেয়া হয়। উল্লেখ্য, তিতাস নদীর উৎস্য মুখ হোমনা উপজেলার মেঘনা নদী এবং পতিত মুখ তিতাস উপজেলার গোমতী নদী। তিতাস নদী খনন প্রকল্পটি হোমনা উপজেলা হতে তিতাস উপজেলার মধ্যে মোট ৫৯ কিঃমিঃ খনন কাজ অন্তর্ভূক্ত। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ EIA Clearance এর জন্য কারিগরি কমিটি গঠণ করা হয়েছে। বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর মাঠ দপ্তর হতে সার্ভে ও ডিজাইন প্রণয়ন পূর্বক কারিগরি রিপোর্ট দাখিল করা হবে। **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য প্রতিশ্রুতির আলোকে গঠিত কারিগরি কমিটি ২০/০৮/২০১৭ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করবে। পাশাপাশি মাঠ দপ্তর ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রাখবে। কারিগরি রিপোর্ট অনুমোদিত হলে তার আলোকে ডিপিপি দাখিল করবে।**
৪৫।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-				''সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের'' ডিপিপির উপর (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭.৪৪ কোটি টাকা) ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা পাসমতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৮৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে বাপাউবো'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভায় অর্থের স্বল্পতার বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই সাথে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণকালে দেখা যায় ২০১২ সালের প্রস্তাবিত কাজ এবং এর বিপরীতে প্রাক্কলিত অর্থ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেড়ীবাঁধটি হাওর এলাকা সংলগ্ন হওয়ায় ঢেউয়ের আঘাতে বাঁধের অনেক অংশে ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে গেলে ১টি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন এবং তার সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। গত ২৭/০৭/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ০৩/০৩/২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট দাখিল হয়েছে, যা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **রিপোর্টের আলোকে ডিজাইন পাওয়া গেছে। ২/১ টি ডিজাইন মাঠ দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আগষ্ট/২০১৭ এর মধ্যে ডিপিপি দাখিল করা যাবে।**
৪৬।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ পুনঃখননের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ডিপিপি যাচাই বাছাই করতঃ পুনর্গঠিত করে ১৯/০৬/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাব ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড হতে অর্থায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাপাউবো কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪৮.৮৫ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭/০৯/২০১৫ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বোর্ড কর্তৃক একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে গত ০৮/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই কারিগরি রিপোর্ট দাখিল করা হবে। যার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। গত ১০/১২/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। গত ২১/০৩/২০১৬ তারিখে ৭০৬৫.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনার আলোকে ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন। পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক ডিপিপি প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন করে গত ১৬/১১/২০১৬ তারিখে ৭০৬৫.৬৭ লক্ষ টাকার ডিপিপি পাসমতে দাখিল করা হয়েছে। গত ২৩/০১/২০১৭ তারিখে ৭০৬৫.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপির উপর এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬/০২/২০১৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। **পিইসি সভায় যে সমস্ত তথ্যাদি ও বিশ্লেষণ ধর্মী তথ্য চাওয়া হয়েছে তা প্রতিপালন করা সময় সাপেক্ষ। অক্টোবর/২০১৭ এর মধ্যে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন পূর্বক ডিপিপি দাখিল করা হবে।**
৪৭।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়। বিগত ২৮/০৬/২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের নির্দেশনার আলোকে গঠিত Pannel of Experts এর মতামতের ভিত্তিতে Consultant কর্তৃক সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয় এবং তা Technical কমিটি কর্তৃক

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						অনুমোদিত হয়। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর সর্বমোট ৩৬২ কিঃমিঃ এর মধ্যে ১২৮ কিঃমিঃ ৯২০ মিটার ড্রেজিং বাবদ ১০৭১২৭ কোটি ২০ লাখ টাকা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে উহার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তবে চাঁদপুর পওর সার্কেলের আওতাধীন ১৯০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্পে মেঘনা নদীতে ৬১,২৫,০০০ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য ৯৮ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। **প্রকল্পটি ০১/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।** **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একটি কারিগরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।**
৪৮	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)		সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৪০			"চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি (প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সিডিউল দর অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক (প্রকল্প ব্যয়-৮৬.৯৫ কোটি টাকা) মাঠ দপ্তর হতে বোর্ডে দাখিল করা হয়। ১৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৪/০১/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। বর্ণিত প্রকল্পের বিষয়ে ০৪/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/০৫/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভূক্ত করে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়। **যার আলোকে ০৬/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটির রিপোর্ট বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। রিপোর্টের ভিত্তিতে অক্টোবর' ১৭ মাসের মধ্যে ডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়েপ্রেরণ করা যাবে।**
৪৯।	কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট "Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়। বিগত ২৮/০৬/২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের নির্দেশনার আলোকে গঠিত Pannel of Experts এর মতামতের ভিত্তিতে Consultant কর্তৃক সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয় এবং তা Technical কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর সর্বমোট ৪৬৩ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪০২ কিঃমিঃ ৪১০ মিটার ড্রেজিং বাবদ ১৬৯৩৭ কোটি টাকা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে উহার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন ও Power Construction Corporation China (Power China) সাথে Sustainable River Management এ বিষয়ে সহায়তার লক্ষ্যে গত ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে একখানা MoU স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoU এর

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						আলোকে China প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ৩টি River System (Ganges-Padma System, Brahmaputra-Jamuna System, Surma-Meghna System) এর একখানা মাস্টার প্ল্যান হাতে নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ধরলা ও তিস্তা নদীর ড্রেজিং ও টেকশই নদী ব্যবস্থাপনার কাজ চলমান রয়েছে। দুধকুমার ও ধরলা নদীর ড্রেজিং বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল অতি সত্তর দাখিল করবে,যা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৫০।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা)। (বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়; তারিখঃ ১২/১১/২০১৫)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি "যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা" এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড Capital (Pilot) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ পর্যন্ত ২২.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ করেছে। এর ফলে ১৬.৫ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধারসহ নদীর উক্ত অংশে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম পর্যায়) প্রকল্পে যমুনা নদীতে সিরাজগঞ্জ জেলায় ০.০০ কিঃমিঃ হতে ২৬.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৬.৫০ কিঃমিঃ অংশে এবং বগুড়া জেলার ২৬.০০ কিঃমিঃ হতে ৫০.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭.০০ কিঃমিঃ অংশে ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রক্রিয়াধীণ প্রকল্পসমূহে ৫.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON সমীক্ষার কাজ সম্পাদন করে। সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর ২৩০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২১৩.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৪৪৩২৮.৫৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে উহার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তবে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী ও শুভগাছা এলাকায় সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় (প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৬৩৮ কোটি টাকা) ২৫.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত আছে। **প্রকল্পের ডিপিপি গত ০১/০৩/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৩/০৪/২০১৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জনবল সংক্রান্ত সুপারিশের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।** **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ড্রেজিং বাস্তবায়নের জন্য বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের ড্রেজিং সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তি করতঃ অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।**
৫১।	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৭/০৯/২০১৬					১৬টি নদ-নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১৬ কিমিঃ। প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের জন্য গত ০৯/০২/২০১৭ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন হয়েছে। গঠিত কারিগরী কমিটি ইতোমধ্যে গত ০৪/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। দ্রুত কমিটির সুপারিশসহ কারিগরী প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করা হবে। **এছাড়া, ১৬টি নদ-নদীর মধ্যে ইতোমধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা নদীর ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করে কুড়িগ্রাম পওর বিভাগের আওতায় আরো ২(দুই) টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১ মে ২০১৪ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫২।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করতে অত্যন্ত আন্তরিক। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার তৎপর রয়েছে। তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং যৌথ নদী কমিশনকে চূড়ান্তকৃত তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।					গত জানুয়ারি ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে উল্লেখ রয়েছে যে, শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীর পানি স্বল্পতার কারণে দু'দেশের জনদুর্ভোগের কথা অনুধাবন করে জরুরিভিত্তিতে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের দিক নির্দেশনার ফলশ্রুতিতে, তিস্তা নদীর অন্তবর্তীকালীন পানিবণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভারতের সাথে আলোচনাপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠকে যোগদানের জন্য মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া, গত সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর বৈঠকেও বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকালে তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ জানান। গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানিবন্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তার অর্ন্তবর্তীকালীন পানিবন্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করছে।
৫৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভারতের সংগে গঙ্গা চুক্তির আলোকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন এবং যৌথ নদী কমিশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর বৈঠকে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতকালে উল্লেখ করেন যে, ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজের ১০০ কি.মি. ভাটিতে বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে যা দু'দেশের উপকারে আসবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় ভূ-খন্ডে এ ব্যারেজের কোনো backwater effect পরিলক্ষিত হবে না। এ সময় তিনি ভারতীয় মন্ত্রীর নিকট গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের project brief ও detailed study report প্রদান করেন। ভারতীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্রুততম সময়ে তাদের মতামত প্রদান করবেন মর্মে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্বস্থ করেন যে, ভারতের মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে কোনো ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে দু'দেশ কর্তৃক যৌথভাবে তা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি ভারতীয় পক্ষ গঙ্গা ব্যারেজের Mathematical Modeling Report সহ পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Complete Feasibility Report) এবং details of 2-D Morphological Studies সরবরাহ করতে বাংলাদেশকে অনুরোধ জানালে রিপোর্টগুলো গত জুন ২০১৫ মাসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের যাবতীয় সমীক্ষা রিপোর্ট ভারতীয় পক্ষকে সরবরাহ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন গত ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত একটি নোট ভারবালের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত গঙ্গা ব্যারেজের Mathematical Modeling Report সহ পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Complete Feasibility Report) এবং details of 2-D Morphological Studies এর উপর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া এ বিষয়ে একটি যৌথ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত হতে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ বিষয়ে বাংলাদেশের মতামত/বক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৪-২৮ অক্টোবর, ২০১৬ সময়কালে ভারতের একটি কারিগরিদল বাংলাদেশ সফর করে। এ সফরকালে গত ২৫-২৬ অক্টোবর, ২০১৬ বাংলাদেশ ও ভারতের কারিগরি দল কর্তৃক বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্প

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						এলাকা ও গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে গত ২৭ অক্টোবর, ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বিষয়ে একটি যৌথ কারিগরি সাব গ্রুপ গঠন করে দু'দেশের গঙ্গা নদীর অভিন্ন এলাকায় (পাংশা হতে মাথাভাঙ্গা নদীর মোহনা পর্যন্ত) বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ সহ নানাবিধ সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ তাদের নিজ-নিজ কারিগরি সাব-গ্রুপ গঠন করেছে। ভারতীয় পক্ষকে গত ৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে ঢাকায় কারিগরিদলের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে আমন্ত্রণ জানানো হলে ভারতীয় পক্ষ সুবিধাজনক সময়ে উক্ত সভায় যোগদান করবে মর্মে বাংলাদেশকে অবহিত করে। গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভারতের কারিগরি দল কর্তৃক বাংলাদেশ সফর এবং গঙ্গা ব্যারেজ বিষয়ে গঠিত যৌথ কারিগরি সাব-গ্রুপ (Joint Technical Sub-Group) গঠন ও প্রকল্পের উজানে নদী তীরবর্তী সীমান্ত এলাকায় সমীক্ষার বিষয়টিতে স্বাগত জানায়। উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথ কারিগরি সাব-গ্রুপের স্ব-স্ব দেশের সদস্যদের দ্রুত কাজ করে বিষয়টি এগিয়ে নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এস ডি জি) মহোদয়কে আহবায়ক করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত ঐতিহাসিক পানি বন্টন চুক্তির আওতায় প্রাপ্য পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি গত ০৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারি করা হয়েছে । গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা ও মূল ব্যারেজ সহ আনুষঙ্গিক অঙ্গাদির Detailed Design সম্পন্ন করতঃ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। সম্পন্ন করতঃ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। Preliminary Development Project Proposal (PDDP) ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজের ভারতীয় অংশে প্রভাব নিরুপনের জন্য ৮ সদস্যের ভারতীয় কারিগরী দল ২৪-২৮ অক্টোবর/২০১৬ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। সাইট পরিদর্শন ও ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পদ্মা-গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প সম্পর্কিত উভয় দেশের Technical sub-group ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতি ভারত সফর কালে (৭-১০ এপ্রিল ২০১৭) গঙ্গা ব্যারেজের বিষয়ে ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের যৌথ বিবৃতি নিম্নরুপ: "The two Prime Ministers appreciated the positive steps taken in respect of Bangladesh's proposal for jointly developing the Ganges Barrage on the river Padma in Bangladesh. They welcomed the visit of an Indian technical team to Bangladesh, establishment of a 'Joint Technical Sub Group on Ganges Barrage Project' and study of the riverine border in the upstream area of project. Both leaders directed the concerned officials of the 'Joint Technical Sub Group' to meet soon and hoped that the matter would be further taken forward through continued engagement of both sides."
৫৪	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য নির্দেশনা					প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ADB এর অর্থায়নে ৮২৮.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত বাস্তবায়নের জন্য "Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	দেন। নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখে নাব্যতা উন্নয়ন এবং বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণে আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেন'।					প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত এবং জুন/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি: ৬২.৯৮%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্কতৃক নির্দেশনা অনুচ্ছদে ৩(৩) এর নদীর প্রবাহ অক্ষুণ্ন বা নাব্যতা নিশ্চিত করা বিষয়ে বাংলাদশে পানি আইন, ২০১৩ এর নিম্নে উল্লিখিত ধারা ২০ ও ২৫ এ উল্লেখ আছে। **ধারা ২০: জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।-** **(১)** উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা, কোন জলাধারে, তীরবর্তী হউক বা না হউক, স্থাপনা নির্মাণ করিয়া বা জলাধার ভরাট করিয়া বা জলাধার হইতে মাটি বা বালু উত্তোলন করিয়া জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ বা উহার প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা উহার গতিপথ পরিবর্তন বা পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে পারিবে না। **ধারা ২৫: বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণা ও উহার ব্যবস্থাপনা।-** **(১)** বন্যার জলস্রোতের প্রবাহ নির্বিঘ্ন করিবার লক্ষ্যে যথাযথ অনুসন্ধান ও জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন জলাভূমিকে, জাতীয় ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ৩(৩) এর আলোকে উপরোক্ত পানি আইনের ধারা বাস্তবায়নে ওয়ারপোর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপ: ১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) নদ-নদী ও তার স্বাভাবিক প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আওতায় প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন ও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের সাথে সমন্বয়ের একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে খসড়া 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' প্রণীত হয়েছে যার ওপরে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও মাঠ প্রশাসনের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রাজশাহী, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কক্সবাজার ও মানিকগঞ্জ জেলায় ১০টি মতবিনিময় কর্মশালা সম্পন্ন করেছে এবং আরো ০৬টি জেলায় কর্মশালা আয়োজন প্রক্রিয়া চলমান। ২) এই আইনের ধারা ২০ ও ২৫ অনুসরণে এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) এর গত ১০/০৯/২০১৪ তারিখের ১৫তম সভার অনুচ্ছেদ ৯(৫) সিদ্ধান্তের আলোকে "বাপাউবো ও বিআইডব্লিউটিএ আগামী দুই মাসের মধ্যে ওয়ারপোকে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নদ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এরূপ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করবে"। যার প্রেক্ষিতে গত ২৬/০৮/১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' (বাপাউবো) এবং ০৩/০৯/২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ' (বিআইডব্লিউটিএ) পৃথক দু'টি প্রতিবেদন ওয়ারপো বরাবরে প্রেরণ করেছে। প্রতিবেদন দু'টি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উত্থাপন ও প্রতিবেদনের আলোকে করণীয় নির্ধারণ করে নির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপনের কাজ ওয়ারপো কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩) এছাড়াও ইসিএনডব্লিউআরসির সিদ্ধান্ত ৯(৯) এর আলোকে ওয়ারপো ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩' এর আলোকে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ ও পানি ধারণ এলাকা ভরাট ও দখলমুক্ত রাখতে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও করণীয় নির্ধারণ করে বিগত ০৫/১২/২০১৪ ও ০৬/১২/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজী জাতীয় ০২টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় পানিখাত সংশ্লিষ্ট ০৬টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩' মেনে পানি সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প/কর্মকান্ড গ্রহণের পূর্বে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির নিকট থেকে অনুমতি ও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে পত্র দেয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও গাণিতিক মডেলিং এর সাহায্যে শহরাঞ্চল ও চারপাশের জলাভূমি সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে বন্যা প্রবাহ অঞ্চল নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের কার্যপরিধি (Terms of Reference) অনুমোদিত হয়েছে যা গত ০৩/০৮/২০১৫ তারিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য 'রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						(রাজউক)' এর নিকট পত্র মারফত প্রেরিত হয়েছে। এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করে গত ৩০মে, ২০১৬ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরিত হয়েছে। সর্বশেষ গত ১০/০৮/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের প্রাক প্রস্তুতিস্বরূপ একটি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠনের জন্য ওয়ারপো রাজউক'কে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দিয়েছে। ক) নদী শাসনকল্পে বাপাউবো কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নগই গুরুত্বের সাথে ভৌত মডেল স্ট্যাডির কাজ সম্পাদন করে ডিজাইন কাজে সহায়তা প্রদান করে আসছে। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ শীর্ষক বাপাউবোর অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপিতে ভৌত মডেল সমীক্ষার সংস্থান রয়েছে। মডেল সমীক্ষা চুক্তির খসড়া সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বরাবর দাখিল করা হয়েছে। আশা করা যায় শীঘ্রই প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো, বগুড়া এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। খ) নদী শাসনে নির্মিত বিভিন্ন ধরণের ষ্ট্রাকচারে ব্যবহৃত লাঞ্চিং ম্যাটেরিয়াল-এর কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নগই কর্তৃক একটি গবেষণা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে। গ) নদী ভাংগন প্রতিরোধে কংক্রিট ব্লকের গালিচা, ফিল্টারের ওপর ডাম্পকৃত সংযুক্ত কংক্রিটের ব্লক এবং বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং টুল প্রয়োগ বিষয়ে ভৌত মডেল স্টাডির জন্য আড়িয়াল খাঁ নদীর সার্ভে কাজ সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। CC ব্লক বানানোর ওপর Frame তৈরির কাজ চলছে। (ঘ) পায়রা নদীর ওপর বর্তমান লেবুখালী ফেরী ঘাটে পায়রা ব্রীজ নির্মাণে ব্রিজ এলাকার নদীতীর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় স্ট্রাকচারসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার Flow Pattern জানার জন্য স্ট্যাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে বিগত ১৭.০৮.২০১৬ তারিখ নগই এবং Project Manager, LONGJIN ROAD & BRIDGE CO LTD, CHINA এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মডেল টেস্টিং এর কাজ শেষ হয়েছে এবং স্ট্যাডির Draft Final Report ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে। Draft Final Report এর ওপর Comments অন্তর্ভুক্ত করে শীঘ্রই Final Report দাখিল করা হবে। (ঙ) সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সাচনা গোলকপুর সড়কের নতুন এলাইনমেন্ট নির্ধারণের জন্য Topographical, Hydrological & Morphology study কাজটি চলমান রয়েছে। মার্চ-২০১৭ এর শেষ সপ্তাহে Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে। (চ) কুড়িগ্রাম সড়কবিভাগাধীন ভুরুঙ্গামারী- সোনাহাট-মাদারগঞ্জ-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী সড়কের ওপর দুধকুমার নদীর ওপর সোনাহাট ব্রিজের Hydrological & Morphology study কাজটির Draft Final Report ৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। এপ্রিল, ২০১৭ এর প্রথম সপ্তাহে Final Report পেশ করা হয়েছে। (ছ) নগইতে চলমান "Hydrological & Morphology study of improvement of Nikli-Soharmul-Karimganj Road by bituminous carpeting under rural infrastructures development project of Kishoreganj district" শীর্ষক কাজটির Technical Report এপ্রিল ২০১৭ এর শেষ সপ্তাহে দাখিল করা হয়েছে। (জ) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন পূর্ণভবা নদীর ওপর কাহারোল ব্রিজ মডেলের 'Hydrological & Morphology study' এর বিষয়ে গত ১৮.০৩.২০১৭ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। কাজটি চলমান রয়েছে। (ঝ) Hydro Morphology study of the Mahananda River in Bangladesh with focus on problems and probable solution of dry season flow scarcity' শীর্ষক গবেষণার কাজ চলতি অর্থ বছরে শুরু হয়েছে। গবেষণা কাজটি বর্তমানে চলমান। (ঞ) 'study on river Morphology for the rivers Jhinai, Old Brahmputra, JinJiram, Dasani in the Sherpur and Jamalpur district' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। গবেষণা কাজটি বর্তমানে চলমান।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৫	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া নদীগুলো নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর মত বড় নদীগুলো ড্রেজিং এর মাধ্যমে গভীরতা বৃদ্ধি করে প্রশস্ততা কমিয়ে এনে বিপুল পরিমাণে ভূমি পুনরুদ্ধার করে পরিকল্পিত জনপদ ও শিল্পপার্ক নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।					২০১৬-১৭অর্থ বছর পর্যন্ত যমুনা, ধলেশ্বরী, গড়াই, ব্রহ্মপুত্র, চন্দনা-বারাশিয়া, বেমালিয়া-লংগন, পুংলী, তুরাগ, কালনী কুশিয়ারা, কপোতাক্ষ, ভৈরব, চিত্রা, আঠারবাকি প্রভৃতি নদীর বিভিন্ন অংশে ড্রেজারের মাধ্যমে ২৭৫ কিঃমিঃ এবং এক্সকাভেটরের মাধ্যমে ৬২১ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কালনী, কুশিয়ারা, ছোট ফেনী, বাঁকখালী, আত্রাই, কুমার, মধুমতি, কপোতাক্ষ, ভদ্রা, সালতা, ধলেশ্বরী, গড়াই, বেমালিয়া, তুরাগ, ভৈরব সহ নদ-নদীর বিভিন্ন অংশে আরও ৭০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১.২০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। "Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর ডান তীরে ড্রেজিংকৃত পলি ব্যবহার করে চারটি ক্রসবার নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১৬ বর্গ কিঃ মিঃ ভূমি পূনরুদ্ধার করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী নদী/খাল পুনঃখননের লক্ষ্যে"Rehabilitation of Embankments & Re-excavation of River/Khals" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে।
৫৬	নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে নদ-নদীসমূহ নিয়মিত ড্রেজিং করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার সংগ্রহ করে তিনি সরকারী অর্থে ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।					বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩৫টি বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে, যার মধ্যে ৫টি (২৬"), ২টি (২০''), ৮টি (১৮'') এবং ১টি (৬'') অর্থাৎ ১৬ টি ড্রেজার বাপাউবোর বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত আছে। এছাড়া পাউবো'র নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২'') এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ও পূণর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮'' এবং ১টি ১২'') কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী অর্থে ''বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪টি (২৬'') ড্রেজারের সরবরাহের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া ২টি (২০'') ও ১০টি (১০'') ড্রেজার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তদুপরি ছোট নদ-নদী ও খাল পূনঃখননের লক্ষ্যে এ প্রকল্পে ৫টি এক্সিভিয়াস এ্যাস্কাভেটর সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া১৩টি বিভিন্ন ধরণের এক্সক্যাভেটর, ৫টি ডেকলোডিং বার্জ, ২টি ইন্সপেকশান বোট ও ৩টি ফর্ক লিফটার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও ড্রেজিং এ্যাটাসমেন্টসহ ৫টি এস্কাভেটর ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
৫৭	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে ধলেশ্বরী-পুংলি-তুরাগ-বংশী নদী ড্রেজিং কালে দেখা যায়, নদীগুলোর ওপর বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৬টি ব্রিজ রয়েছে যেগুলোর উচ্চতা এবং ভিত্তি এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যার ফলে ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিত্র উপস্থাপনা দেখে ব্রিজ নির্মাণকালে আরো সতর্ক এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে ব্রিজ নির্মাণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা যখন কোন নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা করবে তখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে যে ৬টি ব্রিজ রয়েছে সেগুলোর মাঝ বরাবর উচ্চতা বৃদ্ধি করে কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে কারিগরি দিক বিবেচনা					মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২১-০৫-২০১৬ খ্রিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রণীত ১১২৫.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত ডিপিপি গত ২৭-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত ডিপিপিতে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৩ টি সেতু পূণঃনির্মাণসহ ১৯ টি সেতুর ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টসহ EIA ওSIA সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য অর্থের সংস্থান রয়েছে।১৯ টি সেতুর মধ্যে ৭টি সেতুর ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টের জন্য এলজিইডি-এর সাথে MoUস্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০২০ পর্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ২৭.৫০%। ডিপিপি'র কার্যক্রমে ৮৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে।সংস্থানের ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবংপ্রস্তাবের অনুকূলে ৩ ধারা নোটিশজারি করা হয়েছে। দাখিলকৃত প্রস্তাবনার মধ্যে ৭৮.৯৬ হেক্টর প্রস্তাবনার যৌথ জরীপ সমাপ্ত হয়েছে। প্রস্তাবিত জমির পরিমান ৫০ হেক্টর এর অধিক হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয় এর চূড়ান্ত প্রশাসনিক অনুমোদনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল কর্তৃক গত ০৭-০৫-২০১৭ তারিখে পত্র প্রেরণ করেছেন। এছাড়া নদী গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেল কাজ সম্পাদনের জন্য RFP জারি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	করে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশনা দেন। তিনি বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি ও দূষণ রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					
৫৮	বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিবেচনায় বাস্তবতার নিরিখে অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দের থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ করার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করা হলে তিনি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে পর্যাপ্ত অর্থ থোক হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ করে থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সেই আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে আগাম বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৮৫.৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। থোক বরাদ্দ হতে অনুমোদিত ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৯	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত কার্যক্রম আরো দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত Need based জনবল অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেন।					বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ টি ক্যাটাগরীর ১২৬৩৪ জনবল সম্বলিত Need Based Set-up এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়াত্ত ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের শর্ত মোতাবেক ১১৬ ক্যাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮ টি ক্যাটাগরীর ২৪৫৬ টি পদের বেতন স্কেল বাপাউবোর প্রস্তাব অনুযায়ী নির্ধারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
৬০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় (গ্রীন রোড) পানি ভবন নির্মানের প্রকল্প হাতে নেয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উক্ত এলাকায় অবস্থিত জলাধার পুকুর রক্ষা করে সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান হয় এরূপভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন।					গ্রীণ রোড এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় জলাধার ও পুকুর রক্ষাকরতঃ সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান করার জন্য ২১০.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত জন্য "পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০১৮ পর্যন্ত এবং জুন/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৫৪.২০%।

স্বাক্ষরিত/-
১৬/১০/১৭
(মোঃ মোতাহার হোসেন)
উপ-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়